গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষণ ও বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন নীতিমালা ২০২১

মুদ্রণ
জানুয়ারি ২০২১

সূচিপত্র

ক্রমিক	সূচিপত্র	পৃষ্ঠা নং
১।	পটভূমি	২
২।	উদ্দেশ্য	৩
৩।	সংজ্ঞা ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	৪
৪।	নির্বাচন প্রক্রিয়া	৫
৫।	কমিটি গঠন	৬-৭
৬।	অনুষ্ঠান পরিচালনা	৭-৮
৭।	মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রমাণক প্রেরণ	৮
৮।	বিশেষ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ	৮

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষণ ও বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন নীতিমালা-২০২১

১. শিরোনামঃ-

এ নীতিমালা "সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষণ ও বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন নীতিমালা-২০২১" নামে অভিহিত হইবে।

২. পটভূমিঃ-

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষণের আওতায় প্রতিবছর বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের (কবি, সাহিত্যিক, গীতিকার, সুরকার, শিল্পী, নৃতত্ত্ব, ব্যক্তিত্ব, ভাষা, রাজনীতি, স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ, সমাজ, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্বাত্বিক গবেষণা ইত্যাদি বিষয়ে অবদান রাখা) জন্ম-মৃত্যু দিবস এবং এ সকল বিষয়সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষণসম্পর্কিত বিষয় স্থানীয়/আঞ্চলিক/জাতীয়ভাবে উদ্‌যাপন করে। এর ধারাবাহিকতায় দেশ ও দেশের মানুষের জন্য হিতকর ক্ষেত্রগুলোতে অবদান রাখা ব্যক্তিদের কর্মকে স্মরণীয় রাখতে এবং যথাযথভাবে তাঁদের অবদানকে গুরুত্বসহকারে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরে দেশের কল্যাণে অবদান রাখার জন্য উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক "সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষণ ও বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন নীতিমালা ২০২১" প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩. উদ্দেশ্যঃ-

৩.১ প্রয়াত/জীবিত বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের তালিকা করা।

৩.২ বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের জীবন/কর্ম/অবদানের উপর ভিত্তি করে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বরেণ্য ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং স্থানীয় প্রশাসনকে অনুষ্ঠান আয়োজনের দায়িত্ব বন্টন/প্রদান করা।

৩.৩ বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের কর্ম/অবদানকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছানোর জন্য গুণগতমান বজায় রেখে বিভিন্ন ধরণের অনুষ্ঠানমালা আয়োজন করা এবং বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা করা।

৩.৪ বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের জন্ম/মৃত্যুবার্ষিকী এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য দায়িত্ব পালনকারী স্থানীয় প্রশাসন এবং দপ্তর/সংস্থার নামসহ একটি বাৎসরিক ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করা।

৩.৫ বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের জীবনাচরণ, কর্ম এবং অবদানের উপর গবেষণা করা এবং প্রচারের ব্যবস্থা করা।

৪. সংজ্ঞা-

(ক) "বরেণ্য ব্যক্তি" বলতে দেশের যে কোন নাগরিক দেশীয় বা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে দেশের জন্য অথবা জনগনের জন্য হিতকর পটভূমিতে বর্ণিত ক্ষেত্রে অবদান রাখা ব্যক্তিকে বুঝাবে।

(খ) "বরেণ্য ব্যক্তির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য" বলতে ব্যক্তির অনন্য জীবনাচরণ/কর্ম/অবদানকে বুঝাবে।

৫। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ:

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিজ উদ্যোগে অথবা অধীন দপ্তর/সংস্থা বা স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে দেশবরেণ্য ব্যক্তিবর্গের জন্ম/মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন সংক্রান্ত অনুষ্ঠানমালা আয়োজন ও বাস্তবায়ন করবে।

৬। **বরেণ্য ব্যক্তি নির্বাচন প্রক্রিয়াঃ-**

৬.১ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশের বরেণ্য ব্যক্তি বা গুণীজনদের তাঁদের জীবন/কর্ম/অবদানকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করে বরেণ্য ব্যক্তি নির্বাচন করবে।

৬.২ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা তাদের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট দেশের বরেণ্য ব্যক্তি বা গুণীজনদের অবদান/কর্মসহ তালিকা প্রস্তুত করে প্রমাণকসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে মূল তালিকায় অন্তর্ভুক্তির আবেদন করবে এবং একইসাথে বরেণ্য ব্যক্তির বাৎসরিক অনুষ্ঠান আয়োজনের সম্ভাব্য বাজেটসহ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

৬.৩ জেলা প্রশাসকগণ নিজ জেলার বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের জনহিতকর অবদানের উপর বিবেচনা করে তাঁদের জীবন/কর্ম/অবদান উল্লেখপূর্বক তালিকা প্রণয়ন করে তালিকাভুক্তির জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

৭. **কমিটি গঠনঃ-**

৭.১ বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন সংক্রান্ত চূড়ান্ত বাছাই কমিটি নিম্নরূপভাবে গঠিত হবে:

০১।	মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	উপদেষ্টা
০২।	সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সভাপতি
০৩।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৪।	যুগ্মসচিব (অডিট ও বাজেট), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৫।	অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব বা তদূর্দ্ধ)	সদস্য
০৬।	মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি	সদস্য
০৭।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি	সদস্য
০৮।	মহাপরিচালক, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর	সদস্য
০৯।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	সদস্য
১০।	পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র	সদস্য
১১।	যুগ্মসচিব (অনুষ্ঠান), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

কার্যপরিধিঃ বরেণ্য ব্যক্তি সম্পর্কিত প্রাথমিক বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত তালিকা যাচাই বাছাইপূর্বক চূড়ান্ত করবে এবং অনুষ্ঠান আয়োজনের বিষয়ে বাজেট ও ব্যয় সম্পর্কিত বিষয়াদি পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

৭.২ বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন সংক্রান্ত প্রাথমিক বাছাই কমিটি নিম্নরূপভাবে গঠিত হবে:

১।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২।	যুগ্মসচিব (অনুষ্ঠান)	সদস্য
৩।	যুগ্মসচিব (প্রশাসন)	সদস্য
৪।	যুগ্মসচিব (সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-১)	সদস্য
৫।	সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

কার্যপরিধিঃ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং সরকারি বিভিন্ন প্রশাসনিক পর্যায় থেকে বরেণ্য ব্যক্তির নাম তালিকাভুক্তির জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করবে। প্রাপ্ত প্রস্তাব প্রাথমিক বাছাই কমিটি পর্যালোচনাপূর্বক বাছাই করে চূড়ান্ত বাছাই কমিটির নিকট উপস্থাপন করবে।

৮.বরেণ্য ব্যক্তিদের জীবনাচরণ/কর্ম/অবদানের উপর অনুষ্ঠান পরিচালনাঃ-

৮.১ দেশের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের জন্ম-মৃত্যু বার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য মন্ত্রণালয়, দপ্তর/সংস্থা এবং স্থানীয় প্রশাসনিক পর্যায়ে পৃথক পৃথক আয়োজক কমিটি থাকবে।

৮.২ আয়োজক কমিটি অনুষ্ঠান আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যয় পর্যালোচনা করে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা এবং সমন্বয় করবে। অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারি বিধিবিধান অনুসরণ করতে হবে।

৮.৩ আয়োজক কমিটি প্রত্যেক বরেণ্য ব্যক্তির জন্য পৃথক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে এবং প্রতিটি অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।

৮.৪ প্রতি বছর ২০ জুলাই-এর মধ্যে প্রতিটি দপ্তর/সংস্থা বরেণ্য ব্যক্তির জন্ম-মৃত্যু বার্ষিকী অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য অনুষ্ঠানের নাম, অনুষ্ঠানের সম্ভাব্য তারিখ, অনুষ্ঠানের ধরণ (জন্ম-মৃত্যু বার্ষিকী পালন, স্মরণসভা, জীবনকর্ম ভিত্তিক আলোচনা, আলোচনা সভা ইত্যাদি) এবং প্রস্তাবিত বাজেট (বিভাজনসহ) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

৮.৫ সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা বরেণ্য ব্যক্তির নিজ জন্মস্থানে বা আঞ্চলিক পর্যায়ে বা জাতীয় পর্যায়ে জন্ম/মৃত্যু তারিখে অথবা কাছাকাছি সময়ে অনুষ্ঠান/আলোচনা সভা/সেমিনার আয়োজন করবে। এক্ষেত্রে বরেণ্য ব্যক্তির পরিবারকে উক্ত অনুষ্ঠানে সম্পৃক্তের ব্যবস্থা করবে।

৮.৬ বরেণ্য ব্যক্তির জন্ম/মৃত্যু তারিখে অথবা কাছাকাছি সময়ে অনুষ্ঠান/আলোচনা সভা/সেমিনার আয়োজনে অংশগ্রহণকারী সুধীজনদের সম্মানি এবং দর্শক/শ্রোতাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে পারবে। এক্ষেত্রে শিশু, কিশোর, অভিভাবক এবং স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরাও অংশগ্রহণ করতে পারবে।

৮.৭ নির্ধারিত অনুষ্ঠান আয়োজনের পূর্বেই মন্ত্রণালয় অর্থ ছাড় করার ব্যবস্থা করবে।

৮.৮ অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষ্যে মুদ্রিত আমন্ত্রণপত্র, ব্যানার, ফেস্টুন, পোষ্টার, লিফলেট, পুস্তিকা, স্মরণিকা ইত্যাদি মুদ্রণের ক্ষেত্রে "অর্থায়নে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়" উল্লেখ থাকতে হবে।

৯. অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রমাণক প্রেরণঃ-

৯.১ প্রতিটি অনুষ্ঠান আয়োজনের পর প্রমাণকসহ (স্থিরচিত্র, ভিডিও, অডিও, বই/ব্রশিউর ইত্যাদি) বিস্তারিত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। একইসাথে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইটে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৯.২ কোন প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করতে না পারলে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে চালানের কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

১০. বিশেষ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণঃ

১০.১ যে কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগ, মহামারি অথবা আইন শৃঙ্খলার অবনতির সম্ভাবনা থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শ করে অথবা তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে যে কোন অনুষ্ঠান বাতিল করতে পারবে।

১০.২ এ নীতিমালায় উল্লেখ নেই এমন বিষয়ের উদ্ভব হলে তা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

২২/০১/২০২১
সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মোঃ বদরুল আরেফীন
সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার